বেবীজুন প্রোডাকসন্সের নিবেদন

কলঙ্কিত নায়ক

চিত্রনাট্য-পরিচালনা. সলিল দত্ত

বেবী জুন
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

কলঙ্কিত নায়ক

॥ বিশ্ব-পরিবেশনা ॥
এস. বি. ফিল্মস্

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : সলিল দত্ত

কাহিনী : ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ● সংগীত : রবীন চ্যাটার্জী

প্রযোজনা : **প্রদ্যোৎ কুমার বসু** ॥ গীতরচনা : **প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ চিত্রগ্রহণ : **বিজয় ঘোষ** ॥ **সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী** ॥ শিল্প নির্দেশনা : **সত্যেন রায়চৌধুরী** ॥ নৃত্য-পরিকল্পনা : **হীরালাল** ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥ পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥ কর্মসচিব : সন্দীপ পাল ॥ সংগীত-গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জী ও নৃপেন পাল ॥ আবহ-সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ স্থিরচিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও ॥ আলোক-সজ্জা : রমা ইলেকট্রিক ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচারসচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : **বিজন চক্রবর্তী** ও **শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা** ॥ সংগীত পরিচালনায় : রবি রায়চৌধুরী ॥ চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস ও পান্থ নাগ ॥ শিল্পনির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ শব্দ-গ্রহণে : ইন্দু অধিকারী ও রবীন সেন ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ সম্পাদনায় : জয়দেব দাস ॥ সাজসজ্জায় : কার্তিক লস্কা। ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দাস, কার্তিক দাস ও তিনু বণিক ॥ আলোক সম্পাতে : হরেণ গাঙ্গুলী, অভিমন্যু, সুধীর, অবনী, সুদর্শন, সন্তোষ ও দিলীপ ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী ও অবনী মজুমদার ॥

● কণ্ঠসংগীতে : মান্না দে ॥ নির্মলা মিশ্র ॥ বাসবী নন্দী ●

শ্রেষ্ঠাংশে : উত্তমকুমার ॥ অপর্ণা সেন ॥ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ অন্যান্য চরিত্রে : **বিকাশ রায় ॥ অনুপকুমার ॥ উৎপল দত্ত ॥ তরুণ-কুমার ॥ এন. বিশ্বনাথন ॥ ছায়া দেবী ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ॥ বেবী বুচন ॥ মিহির ভট্টাচার্য ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ পঞ্চানন ভট্টাচার্য ॥** মিঃ জাডিন ॥ মিঃ জন ॥ সমরকুমার ॥ রণজিৎ বসু ॥ দিলীপ রায়চৌধুরী ॥ সুবল ॥ সতু মজুমদার ॥ মিঃ পাল ॥ অরুণ পাল ॥ সুহাস বসু ॥ নিমাই দত্ত ॥ শঙ্কর ভট্টাচার্য ॥ চিত্ত সেন ॥ রবীন মুখার্জী ॥ দীপেন ॥ ধীরেন মুখার্জী ॥ বিমল মিত্র ॥ এ. কে. মিত্র ॥ মনু মুখার্জী ॥ অমূল্য বসু ॥ মহম্মদ আব্বাস ॥

● নৃত্যে : মধুমতী (বম্বে) ●

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

জি, ডি, আর কনস্থলেট ॥ রাধু কর্মকার ॥ রাম সিং (পার্ক হোটেল) ॥ হারমনি হাউস ॥ মিঃ তেলাং (ওবেরয় ইণ্টারন্যাশনাল, দিল্লী) ॥ মিঃ ভাসিন (গ্র্যাণ্ড হোটেল) ॥ এস, বি চক্রবর্তী (গ্র্যাণ্ড হোটেল) ॥ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ ॥ পাইওনিয়ার টিউবওয়ে ॥ নির্মল সেন ॥ বিমল সেন ॥ বিনয় হাজরা ॥ এস এ খান ॥ অমরনাথ ডেকরেটার্স ও মণি ভট্টাচার্য ॥

দাশরথি চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত
ও আর, বি, মেহতা কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

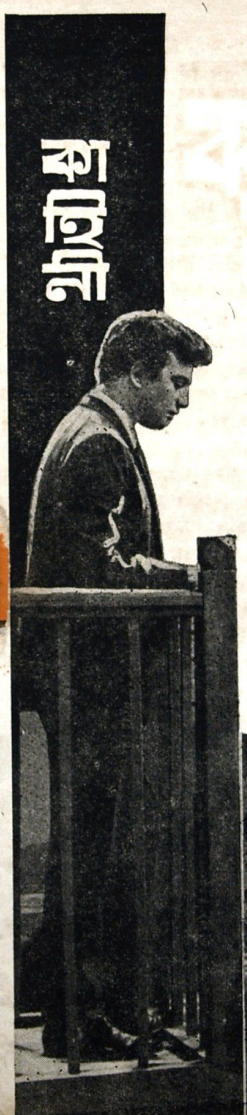

বিখ্যাত শিল্পপতি ইন্দ্রজিৎ মুখার্জীর সভ্য-ভদ্র সাজা মুখোশটা খুলে যাচ্ছে ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে তাঁর কলঙ্কময় জীবনের কয়েকটি অধ্যায়ের প্রকাশ হতে থাকে স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ চাকলাদারের জেরার ফলে। নিজের স্ত্রী আর ভাইয়ের সঙ্গে তিনি প্রবঞ্চনা করেছেন, অমানুষিক ব্যবহার করেছেন শুধু একটি পতিতার জন্য। কিন্তু কে সেই পতিতা? রোজি না রমা?

রমা,—সেও ত এক প্রতারিতা নারী যে স্বামীর সংসার ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলো শুধু একটি রাতের জন্য,—তারপর হারিয়ে গেলো এই পৃথিবীর বিশাল জনারন্যে। শুধু ফেলে রেখে গেলো ইন্দ্রজিতের মনের গোপন কোনে এক টুকরো স্মৃতি আর একটি অনেক দামের গহনার বাক্স। অবশ্য তারপরই ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। গহনার বাক্স বন্ধক পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরচে পড়া লোহার দোকান থেকে মস্তবড় কারখানার মালিক হয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ'—টালির বাড়ি থেকে উঠে অভিজাত পল্লীর এক বিরাট প্রাসাদে শিল্পপতি সেজে বসে। ভাই, ভাতৃবধু আর স্ত্রী ধীরাকে নিয়ে সুন্দর জমজমাট সুখী সংসার।

হঠাৎ ইন্দ্রজিৎকে দিল্লী যেতে হয় একটা বড় কনট্রাক্ট পাবার আশায়। শ্যালক অবিনাশের হাতেই ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব একরকম দিয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ।

কনট্রাক্ট এর লোভে দিল্লীর এক জঘন্য রাতের আড্ডাতেও হানা দিতে হয় ইন্দ্রজিৎকে। আকস্মিক ভাবে সেখানে আবার রমার দেখা পায়। একটা ঘৃণ্য জীবন যাপন করে অনেক টাকা করেছে সে এখন। কিন্তু রমা তাতে সুখী নয়। একমাত্র মেয়ে কাকলিকে এই ঘৃণ্য পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে তাকে। স্তব্ধ হয়ে যায় ইন্দ্রজিৎ যখন শোনে রমা বলে, "মেয়ের কি নাম রেখেছি জানো? কাকলি মুখার্জী। বাবার নাম ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী।"

"এ তুমি কী করেছো রমা? অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে রমা বলে, "এ ছাড়া আর আমি কী করতে পারি, মেয়ে যখন বড় হয়ে মায়ের আসল পরিচয় জানবে সেদিনের কথা ভাবতে পারো ইন্দ্রজিৎ?"

উত্তর দিতে পারে না ইন্দ্রজিৎ—রমার সমস্ত ইচ্ছাই তাকে মাথা পেতে নিতে হয়। পরিবর্তে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিতের জন্য কনট্রাক্ট, টাকা পয়সা সমস্ত কিছুই ব্যবস্থা করে রমা।

দিল্লীর কথা কলকাতায় পৌছতে বেশী সময় লাগে না। সংসারটায় আগুন জলে যায়, অবিনাশ যখন সংবাদটা নিয়ে আসে। ফ্যাক্টরী বন্ধ হবার উপক্রম ফ্যাক্টরীর টাকা সব এখন দিল্লী গিয়ে জমা হচ্ছে—প্রকাশ্য রাজপথে ইন্দ্রজিৎ এখন একটা ডাকসাইটে পতিতার সঙ্গে ফূর্তি করে কাটাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখে ধীরা। রুদ্ধ অভিমানে নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তবু ছোট দেওর আর দাদাকে নিয়ে সে দিল্লী ছোটে সত্যমিথ্যা যাচাই করতে। নিজের চোখে সবই দেখে—ইন্দ্রজিতের নতুন সংসার আর ছোট্ট মেয়েটিকে—যেন পাথর হয়ে যায় ধীরা।

কলকাতার অন্ধকার প্রাসাদ কক্ষে আর কাউকে খুঁজে পায় না ইন্দ্রজিৎ। সবাই যেন এক নিমেষে তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। অবিনাশের বাড়িতে যায় ইন্দ্রজিৎ। নিদারুণ সংবাদটা যেন অবিনাশ ইন্দ্রজিতের মুখের ওপর ছুড়ে মারে—"আত্মহত্যা করেছে ধীরা, লম্পট স্বামীর ঘর করার থেকে আত্মহত্যাটাই শ্রেয় মনে করেছে সে"। ছোট ভাই দেবজিৎ এবার আদালতের শরনাপন্ন হয়েছে ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে সম্পত্তি প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে।

হ্যাঁ-আজ তাই বিখ্যাত শিল্পপতি ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী আদালতের কাঠগড়ায় এবার প্রমাণিত হবে তাঁর কলঙ্কময় জীবনের প্রতিটি অধ্যায়.....

সংগীত

(১)

ছেলে : মেয়ে যখন রাগ করেছেন,
অভিমানে মন ভরেছেন,
গোঁসা ঘরে যেতেই হবে
আমি নিরুপায় ॥
চোখে যখন জল ভরেছেন,
ঠোঁট ফুলিয়ে মান করেছেন,
মাশুল কিছু দিতেই হবে,
সে যে অসহায় ॥
এ মেয়ে রূপের হাটে নাম
কিনেছেন দেমাকী সুন্দরী।
এ রূপসীর মানের বালাই নিয়ে
যে তাই আমি এখন মরি ॥
বুঝি না কি করি,
জানিনা কি বলি,
ভেবেই বেলা যায় ॥
(হায়) ওগো সুন্দরী, তুমি যাদুকরী
যাদু করে চলে যেওনা—
যেওনা, যেওনা, যেওনা ॥
মেয়ে : আমায় যখন জানো
তাহলে হার মানো
ছল করে মন চেওনা
চেওনা, চেওনা, চেওনা ॥
ছেলে : এ ছেলে চলতি পথে সঙ্গী পেলে
সোজা পথেই চলে,
মনের মত মন পেলে সে কানে
কানে মনের কথাই বলে ॥
মানা সে মানে না
কী হবে জানে না
আকাশ ছুঁতে চায় ॥
মেয়ে : ছেলে যখন ভুল ধরেছেন
অভিমানে মন ভরেছেন
পাশাপাশি যেতেই হবে
নেহাৎ ভীরু পায় ॥
ছেলে : মেয়ে যখন গোঁ ধরেছেন
অভিমানে মন ভরেছেন
কাছে তাকে নিতেই হবে
আমি নিরুপায় ॥

॥ কথা : পুলক ব্যানার্জী ॥
শিল্পী : মান্না দে
ও
বাসবী নন্দী

(২)

বিদায় দিতে না চায়,
অবুঝ হৃদয় কিছু মানে না
অভিমানে কেঁদে মরে হায় ॥
মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে, তবু প্রিয়জন
চলে যায় কোন অজানায় ॥
চোখের জলের তীরে পিছু ডাকে মন,
মরণ খেয়ার মাঝি কিছুতেই শোনেনা
বারণ ॥
অসীম আঁধার, ডাকিছে ওপার,
শেষ আলো আঁধারে হারায় ॥
জীবনের খেলাঘরে স্মৃতি পড়ে রয়,
এত ভালবাসি যারে, কেন তারে
ছেড়ে দিতে হয়।
এইতো জীবন, বোঝেনা তো মন,
ভালবাসা কত অসহায় ॥

॥ কথা : প্রণব রায় ॥
শিল্পী : মান্না দে

(৩)

I love you, and you love me
তুমসে মেরী পেয়ার ফিরভি হোতা
নেহী ॥
দিলকী লগন লাগি হৈ
ও মোরী সঁইয়া
মেরী কসম, তু-আ-যা ॥
ভাল লাগে না, এ মন মানে না,
ভালবাসা শুধু চায় ॥
ফাগুন আসে, মোর পিয়াসে
বেদরদী সঁইয়া তবু এলনা পাশে ॥
মোমের বাতি, মন পতঙ্গ,
দুজনে জলে আজি একই জ্বালায় ॥

॥ কথা : প্রণব রায় ॥
শিল্পী : নির্মলা মিশ্র

পরবর্তী আকর্ষণ !

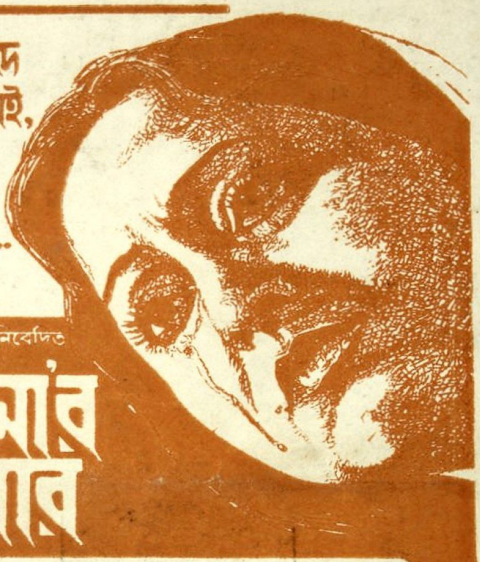

শচীমাতা কাঁদে
নিমাই–নিমাই,
প্রতিধ্বনি
ফেরে
নাই… নাই…
নাই….

মালবিকা চিত্র নিবেদিত

শচীমা'র সংসার

শ্রেষ্ঠাংশে
সন্ধ্যারাণী • অসীমকুমার

পরিচালনা
ভূপেন রায়

সংগীত
মানবেন্দ্র মুখার্জী

কাহিনী-চিত্রনাট্য
অনন্ত চ্যাটার্জী

সম্পাদনা
অমিয় মুখার্জী

পরিবেশনা • এস. বি. ফিল্মস

● কণ্ঠসংগীতে : মান্না, সন্ধ্যা, ধনঞ্জয়, শ্যামল, প্রতিমা, মানবেন্দ্র নির্মলা, বনশ্রী, প্রতিমা সাহা, মাধুরী শ্যামলী, বন্যা প্রভৃতি। ●

॥ এস. বি. ফিল্মসের প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার সচিব মিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ॥
মুদ্রণ : সুমুদ্রণ, ১০৪ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯ ॥ অলংকরণ : নির-আর্ট
● পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থণা : শ্রীপঞ্চানন ●